আপন আশ্রয়

আব্দুল্লাহ আল মামুন

হরফ

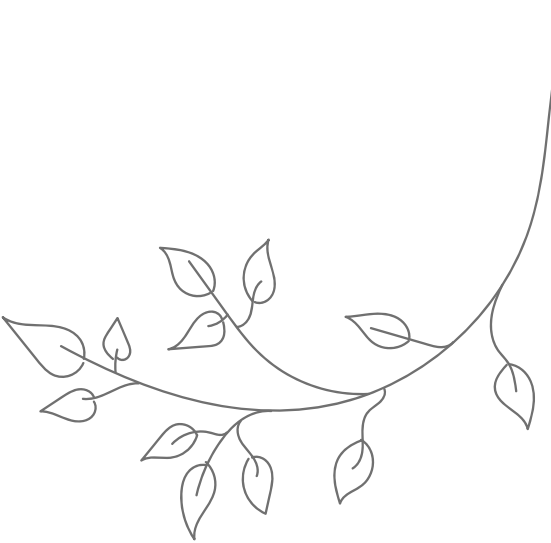

উৎসর্গ

প্রিয় মা, প্রিয় বাবা। আমার আপন ও আশ্রয়।

তোমাদের ঋণ কখনো শোধ হওয়ার নয়।

মুনাজাতে সর্বদাই আমাকে স্মরণ রেখো। যেন দুনিয়ায় লাভবান হই, মরণের সময় কালিমা নসিব হয়, পুলসিরাত পার হয়ে সহজে পৌঁছাতে পারি জান্নাতের ফুলবাগিচায়।

—আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তোমাদের দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন। আমিন। সুম্মা আমিন।

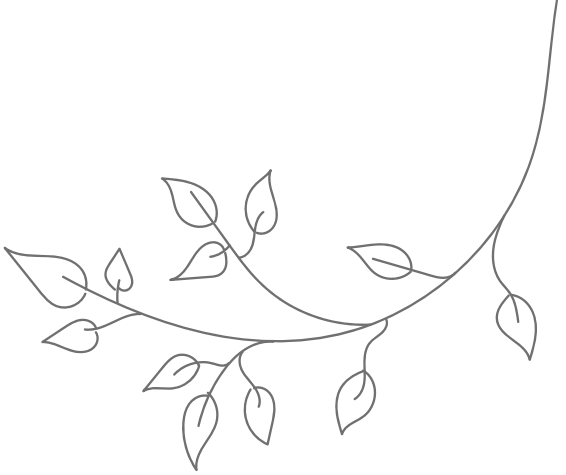

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ.

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.

তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করবে না এবং পিতামাতার প্রতি সদব্যবহার করবে; তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে (বিরক্তিসূচক শব্দ) 'উফ' বলো না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না; বরং তাদের সাথে বলো সম্মানসূচক নম্র কথা।

(সুরা বনি ইসরাইল : ২৩)

এই আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তার ইবাদতের পর দ্বিতীয় নম্বরে পিতামাতার সাথে সদব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে পিতামাতার আনুগত্য ও তাদের খেদমত করার এবং তাদের প্রতি আদব ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার কত যে গুরুত্ব তা পরিষ্কার হয়ে যায়। অর্থাৎ, প্রতিপালকের প্রতিপালকত্বের দাবিসমূহের সাথে সাথে পিতামাতার দাবিসমূহ পূরণ করাও অত্যাবশ্যক। হাদিসসমূহেও এর গুরুত্ব এবং এর প্রতি চরম তাগিদ করা হয়েছে। বিশেষ করে বার্ধক্যে তাদেরকে 'উফ' শব্দটিও বলতে এবং তাদেরকে ধমক দিতে নিষেধ করেছেন। কেননা, বার্ধক্যে তারা দুর্বল ও অসহায় হয়ে যান। পক্ষান্তরে সন্তানরা হয় সবল এবং উপার্জন-সক্ষম ও (সংসারের সবকিছুর) ব্যবস্থাপক। এ ছাড়া যৌবনের উন্মাদনাময় উদ্যম এবং

বার্ধক্যের ভুক্তপূর্ব স্নিগ্ধ ও উষ্ণ অভিজ্ঞতার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এইসব অবস্থায় পিতামাতার প্রতি আদব ও শ্রদ্ধার দাবিসমূহের খেয়াল রাখার মুহূর্তটা হয় অতীব কঠিন। তাই আল্লাহ তাআলার কাছে সন্তোষভাজন সেই-ই হবে, যে তাদের শ্রদ্ধার দাবি পূরণ ও প্রাপ্য অধিকার আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হবে।

প্রত্যেক নারী-পুরুষের অন্যতম ও প্রধান স্বপ্নগুলো থাকে তার সন্তানকে ঘিরে। সন্তানের জীবন, ভবিষ্যৎ ও সাফল্য নিয়ে সবসময়ই বাবা-মা চিন্তা করেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রার্থনা করে যান সন্তানের সুন্দর জীবন ও সাফল্যের জন্য।

কিন্তু আমরা সন্তানরা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় মা-বাবাকে কষ্ট দিয়ে ফেলি। যদি কখনো এমন হয়, অনিচ্ছায় মা অথবা বাবাকে কষ্ট দিয়ে ফেলছেন, আপনার হাত কিংবা মুখের দ্বারা, তবে সাথে সাথেই তাদের থেকে মাফ চেয়ে নেওয়া উচিত। কারণ তাদের চোখের একফোঁটা অশ্রু যদি জমিনে গড়িয়ে পড়ে, তবে সে সন্তানের জন্য জাহান্নাম অনিবার্য। কাজেই আমাদের সর্বদাই তাদের খেদমতে নিয়োজিত থাকা অত্যাবশ্যক। নিয়ত করি আমাদের দ্বারা, বা আমাদের স্ত্রীদের দ্বারা মা-বাবা যেন কখনো কষ্ট না পান। 'উফ' শব্দটিও যেন তাদের মুখ থেকে উচ্চারিত না হয়, সেদিকে অবশ্যই সজাগ দৃষ্টি রাখব, ইনশাআল্লাহ।

বইটি মা-বাবাদের শিক্ষণীয় কিছু গল্প দ্বারা সাজানো।

'আপন' মানে বাবা, 'আশ্রয়' মানে মাকে বোঝানো হয়েছে। কুরআন-হাদিসের রেফারেন্সভিত্তিক গল্প ও আমাদের সমাজে ঘটে যাওয়া কিছু বাস্তব ও শিক্ষণীয় গল্প দিয়ে বইটি সাজানো হয়েছে। গল্পগুলো আমাদের জীবনে শুভপ্রতিফলন ঘটাবে, সে প্রত্যাশা।

আব্দুল্লাহ আল মামুন

মুদাররিস, লেখক, সম্পাদক, অনুবাদক

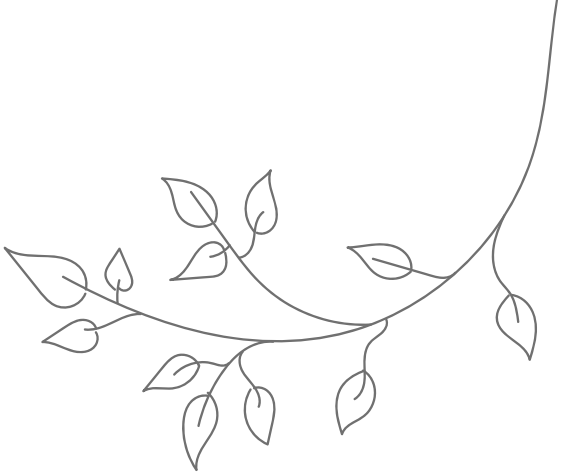

বিষয়বিন্যাস

ভূমিকা	৭
বইয়ের আলোচ্য বিষয়	১১
মা ও বাবা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা	১৩
মা :	১৩
বাবা :	১৫
টুকরো কথা	১৭
মা-বাবার প্রতি নিবেদিত গল্পগুলো	১৯
১. মায়ের সেবা	১৯
২. মায়ের বদদোয়া	২১
৩. মায়ের মনে কষ্ট দিলে	২৩
৪. ছায়াবৃক্ষ	২৪
৫. আমার পৃথিবী তুমি	২৮
৬. তুমি নেই বলে	৩১
৬. স্নেহময়ী	৩২
৭. আমার একটি চোখ	৩৫
৮. মেঘে ঢাকা সুপ্রভাত	৩৮
৯. বৃদ্ধাশ্রম	৪০
১০. ফিরব না আর নীড়ে	৪৩
১১. আমার সুপার হিরো	৪৫

১২. বাবার তিনটি উপদেশ	৪৭
১৩. তোমার ওই আঁচলখানি	৪৮
১৪. জীবনসীমার শেষ প্রান্ত	৫১
১৫. মায়ের কাছে চিঠি	৫৪
১৬. হৃদয়ে বসন্ত	৫৬
১৭. কতদিন দেখি না তোমায়	৫৯
১৮. হে আমার অপত্য	৬১
১৯. আপন আশ্রয়	৬৩
২০. শ্রেষ্ঠ সম্পদ	৬৭
২১. হুমা জান্নাতুকা ওয়া নারুকা	৭৪
২২. হুমা জান্নাতুকা ওয়া নারুকা ২	৭৬

বইয়ের আলোচ্য বিষয়

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.

তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং মাতাপিতার প্রতি সদব্যবহার করবে; তাদের একজন অথবা উভয়ে তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে বিরক্তিসূচক কিছু বলো না এবং তাদেরকে ভর্ৎসনা করো না; তাদের সাথে কথা বলো সম্মানসূচক নম্রভাবে। (সুরা বনি ইসরাইল : ২৩)

هما جنتك ونارك.

উভয়েই তোমার জন্য জান্নাত অথবা জাহান্নাম।[১]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَلْعُونٌ مَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ.

আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি পিতামাতার অবাধ্যতা করল, সে অভিশপ্ত! আর এই অভিশাপ আল্লাহ, তার রাসুল, ফেরেশতাকুল এবং সকল সৃষ্টির পক্ষ থেকে। যে ব্যক্তি অভিশপ্ত হয় সে সবার কাছে ঘৃণার পাত্র।

---

১. ইবনে মাজাহ : হাদিস ৪২১

মা ও বাবা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

মা :

أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ»

একজন সাহাবি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সদাচরণ পাওয়ার অধিকারী কে?

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার মা।

সাহাবি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে?

নবিজি বললেন, তোমার মা।

সাহাবি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে?

নবিজি বললেন, তোমার মা।

সাহাবি চতুর্থবার জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর কে? নবিজি এবার বললেন, তোমার পিতা।[২]

২. সহিহ বুখারি, ৫৯৭১; সহিহ মুসলিম, ২৫৪৮; সহিহ ইবনে হিব্বান, ৪৩৪

হজরত উয়াইস কারানি রহ. ছিলেন একজন শীর্ষ পর্যায়ের তাবেয়ি। মায়ের সেবায় নিয়োজিত থাকার কারণে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করতে পারেননি। তার বিষয়ে ওহি মারফত নবিজিকে জানানো হয়েছিল।

মাতৃসেবায় উয়াইস কারানি রহ. এতটাই মর্যাদা লাভ করেছিলেন যে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার প্রশংসা করেছেন এবং তার সঙ্গে কারও সাক্ষাৎ হলে তার কাছে দোয়া চাইতে বলেছেন। হজরত উমর রা. উয়াইস কারানির সাক্ষাতের জন্য উদগ্রীব থাকতেন, যাতে তার (ওয়াইসের) কাছে মাগফেরাতের দোয়া চাইতে পারেন। শেষ পর্যন্ত উমর রা. তাকে পেয়ে যান এবং নিজের জন্য দোয়া চেয়ে নেন।[৩]

এই হাদিসের অন্যতম শিক্ষা হলো, মায়ের সেবায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ হয়। ফলে মহান আল্লাহ ওই ব্যক্তির দোয়া কবুল করেন।

আনাস ইবনে মালেক রা. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, আমি জিহাদে অংশ নিতে চাই, কিন্তু আমার সেই সামর্থ্য ও সক্ষমতা নেই। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তোমার মাতাপিতার কেউ কি জীবিত আছেন? লোকটি বলল, আমার মা জীবিত। তখন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাহলে মায়ের সেবা করে আল্লাহর নিকট যুদ্ধ-সংগ্রামে যেতে না পারার অপারগতা পেশ করো। এভাবে যদি করতে পারো এবং তোমার মা সন্তুষ্ট থাকেন, তবে তুমি হজ, ওমরা এবং জিহাদের সওয়াব পেয়ে যাবে। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো এবং মায়ের সেবা করো।[৪] অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে যে, একবার নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে দুর্ভাগা! সে দুর্ভাগা! সে দুর্ভাগা! উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, সে কে? উত্তরে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি মাতাপিতা উভয়কে অথবা যেকোনো একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও (তাদের সেবা করে) জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না।[৫]

---

৩. সহিহ মুসলিম, ৬৩৮৬

৪. মাজমাউজ জাওয়ায়িদ, ১৩৩৯৯

৫. সহিহ মুসলিম, ৬২৭৯

বাবা :

বাবা সন্তানের জন্য জান্নাতের মধ্যবর্তী দরজা। সন্তান চাইলে জান্নাতের এ দরজা যেমন নষ্ট করতে পারে, আবার চাইলে তা রক্ষাও করতে পারে। বাবার প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই সন্তান জান্নাতের এ মর্যাদা ও সম্মান পেতে পারেন। বাবার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব পালনের কথাই তুলে ধরেছেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হজরত আবু দারদা রা. বর্ণনা করেন, তিনি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, বাবা হলো জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যবর্তী দরজা। অতএব তুমি (সন্তান চাইলে) ওই দরজা নষ্টও করতে পারো অথবা তার হেফাজতও করতে পারো।[৬]

বাবা শুধু সন্তানের জন্য মধ্যবর্তী দরজাই নয়, বরং সন্তানকে জান্নাতের পথ দেখানোর অন্যতম কারিগরও বটে। পবিত্র কুরআনুল কারিমের সুরা লুকমানেই সে প্রমাণ উঠে এসেছে। বাবা লুকমান তার ছেলেকে জান্নাতের পথে চলতে সঠিক জীবনদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন এভাবে,

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ.

যখন লুকমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলল, হে বৎস! আল্লাহ তাআলার সাথে শরিক করো না। নিশ্চয়ই তার সাথে শরিক করা মহা অন্যায়। আর আমি মানুষকে তার বাবা-মায়ের সঙ্গে সদব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। (সুরা লুকমান : ১৩-১৪)

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا.

আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদব্যবহারের আদেশ দিয়েছি।

(সুরা আহকাফ : ১৫)

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا.

আমি মানুষকে পিতামাতার সাথে সদব্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি।

(সুরা আনকাবুত : ৮)

---

৬. ইবনে মাজাহ, তিরমিজি, মুসনাদে আহমাদ

ঘামে, চোখের পানিতে রাস্তাটি কুসুমাস্তীর্ণ ছিল!

হঠাৎ একদিন ওপারের ডাক এলো। গভীর রজনীতে বাবা তার ছেলেদেরকে জীবনের গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে দিয়ে নিজেই চিরকালের গন্তব্যের পথ ধরেন। খাঁচা ভেঙে উড়াল দিলেন মহাকালের ওই অন্তিম পর্বে।

সুখ কী? আমি জানি বাবা, সুখের সংজ্ঞাটি আপেক্ষিক। তুমি চাইলে আমাদের কাজে ঠেলে দিয়ে যাবতীয় জাগতিক সুখের হিসাবটি কড়ায়-গণ্ডায় বুঝে নিতে পারতে। কিন্তু সুখের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের যে ধারায় তুমি নিজের শীর্ণ শরীরটাকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে আমাদের জন্য বিরাট মহিরুহের যে শীতল ছায়া রচনা করে গেলে, ঠিক কত প্রজন্ম ধরে তার স্তুতি গেয়ে শেষ হবে তা আমার জানা নেই।

বাবা, যেখানেই থাকো সুখে থেকো। ওপারের সুখগুলো তোমার চরণতলে লুটিয়ে পড়ুক। সে দোয়া। (রব্বির হামহুমা কামা রব্বা ইয়ানি সগিরা)

৫. আমার পৃথিবী তুমি

আমি মৃন্ময়ী! বরিশাল জেলার মধ্যবিত্ত একটি পরিবারে আমার জন্ম। আজ ১৯ জুন। আমাদের বাবা দিবস। অশ্রুভেজা এই বিদায়ী অনুষ্ঠানে আমি আমার ডিগ্রি অর্জনের পুরো কৃতিত্ব বাবাকে দিতে চাই। আমার বাবা পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা বাবা তা বলার অবকাশ রাখে না। দুই অক্ষরের 'বাবা' শব্দটির ভাবার্থ যে এতটা, তা হয়তো মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম না হলে বুঝতামই না। যেখানে আমার বাবা একজন বটবৃক্ষ। যার ছায়া, যার সান্নিধ্য আমি ও আমার পরিবারকে শীতল করে সর্বদা।

ছোট থেকে শুনেছি মেয়েরা বাবার অনুকরণীয় হয়। আমি তার ব্যতিক্রম নই। বরং আমিও আমার বাবাকে আদর্শ হিসেবে মানি। বাবা মানেই আমার কাছে এক শীতল মনের, ঠান্ডা মাথার, পরিশ্রমী, সৎ, কর্মঠ, যেকোনো পরিবেশে মানিয়ে নেওয়া, যেকোনো পরিস্থিতিকে ঠান্ডা মেজাজে মোকাবিলা করা এক লড়াকু যোদ্ধা।

ছোটবেলা থেকেই আমার শিক্ষক ছিলেন আমার বাবা। আমাকে শিখিয়েছেন সুহবত, মূল্যবোধ, মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা, সঠিক মূল্যায়ন করা ও কোনো প্রত্যাশা না রাখা। যখন থেকে বুঝতে শিখেছি, আমি দেখেছি বাবা নামক এই মানুষটি কখনো নিজের প্রয়োজনের কথা ভাবেননি। ঈদ, যেকোনো উৎসবে বাবা সবার জন্য কেনাকাটা করেন, মায়ের কী পছন্দ, বোনদের ও আমার পছন্দ মাথায় রাখেন, অথচ নিজেরও যে একটা শার্ট কিংবা জুতো প্রয়োজন আর তা যে ছিঁড়ে

গেছে, তা তাকে কে বোঝায়। তার যে স্বল্প আয়!

তবুও না চাইতে সবকিছু পাওয়া। তাও একরাশ অভিমান যেন থাকেই, কেন সময় দিচ্ছেন না! কেন আমায় স্বাধীনতা দেন না! আমার বাইরের সব কাজ তিনি কেন করে দেন! এইসব অভিমান অশ্রুতে সিক্ত হলো যখন স্কুল, কলেজ পার করে বাবার গণ্ডি ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখলাম, তখন বুঝলাম 'স্বাধীনতা পাওয়ার চেয়ে রক্ষা করা কঠিন', আরও বুঝলাম টিকে থাকার লড়াইটা কতটা জরুরি।

দিন যাচ্ছিল, বাবা স্বপ্ন বুনছিলেন তার মেয়ে একদিন নাম করবে। কিন্তু অণুজীবের ভয়াল থাবা সবকিছু যেন স্থবির করে দিলো। আটান্ন বছর বয়সী বাবা সে তো লড়াকু, হার মানেননি, লড়ে যাচ্ছেন অণুজীবের সাথে আর শেখাচ্ছেন তার শাখাপ্রশাখাকে ওই টিকে থাকার লড়াই। তাই 'বাবা দিবসে' একটি শপথ নিতেই পারি, আমার বাবা ও পৃথিবীর সব বাবার প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা জানিয়ে ঘরে থেকে বাবাদের এই অণুজীবের খপ্পর থেকে এবারের মতো বাঁচিয়ে রাখি।

সর্বশেষ কিছু কথা বলতে চাই। তারপর আমার বক্তব্যের ইতি টানব। আচ্ছা, আমাদের 'বাবা দিবস' পালন করা কি উচিত? হয়তো উচিত, কিন্তু, আমাদের বাবার প্রতি ভালোবাসা কি শুধু বছরে এই একটি দিনই? 'বাবা দিবস' কেন সারাবছর পালন হয় না?

যে মানুষটি বছরের পর বছর সন্তানদের শুধু দিয়েই গেছেন, বিনিময়ে শুধু চেয়েছেন সন্তানদের মুখের একটুকরো হাসি ও একমুঠো ভালোবাসা। এটাই তো বাবাদের চাওয়াপাওয়া, তাই না?

একজন বাবা নীরবে, নিঃশব্দে, নিভৃতে দিনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন আয়ের পেছনে ছুটে। কেন ছোটেন জানেন! সন্তানের মুখে ভালোটা তুলে দেবেন বলে। পছন্দের জামাটা কিনে দেবেন বলে। কিংবা লেখাপড়ার সীমাহীন খরচ মেটাবেন বলে। নিজের সুখটুকু বিসর্জন দিয়ে, নানান কায়দায় অর্থ সাশ্রয় করে সন্তানের জন্য সুখ কেনেন বাবারা। অথচ আমাদের বাবাদের প্রতি ভালোবাসা উপচে পড়ে বছরের এই একটি দিনে, যাকে আমরা বাবা দিবস হিসেবে জানি। কিন্তু আমাদের উচিত ছিল সারাটি বছর 'বাবা দিবস' পালন করা, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত বাবাকে বলে যাওয়া, তোমাকে প্রচণ্ড ভালোবাসি। আজ এই অনুষ্ঠান হয়তো আমার শ্রদ্ধেয় বাবাও টিভির সামনে বসে দেখছেন। আমি একটি কথা তোমাকে বলতে গিয়েও গিলে ফেলেছি বাবা। আজ খুব ইচ্ছা হচ্ছে, মুখ ফুটে সে কথাটা বলার, বাবা, তোমাকে অনেক ভালোবাসি।

মজনু মিয়া টিভির সামনে বসে মেয়ের বক্তব্য শুনছিলেন। এতক্ষণ নিজেকে সামলে রাখলেও এখন আর পারছেন না। চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল বেরুচ্ছে। মজনু মিয়া কোমড়ে বাঁধা গামছাটা হাতে নিলেন। চোখগুলো মুছলেন। ফের চোখের কোণে জলরাশি জমাট বেঁধেছে। এবার আর মুছলেন না। গড়িয়ে গড়িয়ে ফোঁটা ফোঁটা পড়ছে। মজনু মিয়া মৃদু হাসলেন। গামছাটা মাথায় বাঁধলেন। আজ মেয়ে বাড়ি ফিরবে, ভালো খাবার রান্না করবেন। বাজার থেকে মাছ, মুরগি, গরুর গোশত ইত্যাদি খাবার আইটেম কিনলেন। বাড়ি ফিরে ডাকলেন, মৃন্ময়ীর মা আছনি? আইজকা মাইয়াডা বাড়ি আইব। টিভিতে মাইয়াডার বক্তব্য শুনলাম। এই দ্যাখ, কতকিছু কিনছি, মাইয়াডার পছন্দের সবকিছু। খুব সুন্দর কইরা রান্না করবা বুঝলা। যাই আমি, মিষ্টি লইয়া আহি। আইজ পুরা গ্যারামে খাওয়ামু। আইজকা আমগো খুশির দিন। এই বলে মজনু মিয়া আবারও বাজারের পথ ধরলেন।

বাবারা কেন এমন হয় বলতে পারবেন? মায়েদের ভালোবাসার গল্পের ভিড়ে বাবারা কেন আড়ালে পড়ে যান? অথচ দিনশেষে চিন্তা করলে বাবারাই সুপারম্যান হয়ে পাশে দাঁড়ান। হয়তো হাজারটা গল্প আছে ব্যর্থতায় ভরা, তবুও আমাদের গল্পে বাবারাই সেরা।

বিলিভ ইট অর নট—এটাই শাশ্বত সত্য। সন্তানের প্রতি বাবার ভালোবাসাই পৃথিবীর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা।

বাবারা কখনো কাঁদেন না। কারণ, তাদের কান্না শরীরের ঘাম হয়ে ঝরে পড়ে।

বাবারা রোদ-বৃষ্টি মাথায় নিয়ে সঞ্চয় করেন।

বাবারা ভালোবাসি কথাটা বলতে জানেন না, কিন্তু নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দিতে জানেন।

বাবারা কমদামি ঘড়িটা নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ফেলে দেন না।

বাবারা একজোড়া জুতা পরে থাকেন, বছরের পর বছর।

বাবারা সবচেয়ে স্বস্তা হোটেলে খাবার খান।

বাবারা একেবারে বাধ্য না হলে না বলেন না।

নিজের চোখে কৃপণ বাবা, স্ত্রী-সন্তানদের জন্য সবচেয়ে বেহিসেবি।

ঈদের শপিংয়ে সবার জন্য কিনলেও, নিজের জন্য কেনেন না। জানতে চাইলে বলেন, আমার আর ঈদ, এখন কি আর আমার সাজুগুজু করার বয়স আছে? তা ছাড়া আমার তো আছে, এবারের ঈদ ভালোভাবেই কেটে যাবে।

ধরুন পৃথিবীর সব পুরুষ খারাপ! কিন্তু একজনও খারাপ বাবা নেই।

আই লাভ ইউ সুপারম্যান। যুগ যুগ ধরে আমাদের গল্পে বেঁচে থাকুন এটাই প্রত্যাশা।

৬. তুমি নেই বলে

মা, কেমন আছ? দূর পরবাসে বসে জীবনে প্রথমবারের মতো তোমাকে চিঠি লিখছি। আমার হৃদয়ের অলিগলিতে অসংখ্য অব্যক্ত অক্ষরগুলো প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে তোমার কাছে পৌঁছবে বলে। কতগুলো বছর পার হয়ে গেল তোমাকে স্পর্শ করি না। তোমার শরীরের মায়াবী সেই ঘ্রাণ পাই না। তোমার আদরমাখা কণ্ঠে ভালোবাসার শব্দ শুনি না!

জানো মা, আমার এই ভিনদেশি পৃথিবীটা ভীষণ সুন্দর! তবু কেন জানি এত সুন্দরের ভিড়ে তোমার মতো অমন সুন্দর মুখ আমি কোথাও খুঁজে পাই না। আমার একলা, নিঃসঙ্গ পৃথিবীটা আরও বেশি ধূসর লাগে তুমি কাছে নেই বলে। তোমার কাছে আমার অনেক অনেক অভিযোগ। কেন জন্মের পর থেকে এত বেশি আদর, ভালোবাসা দিয়ে বড় করেছিলে? ভাগ্যবিধাতা যখন আমাকে তোমার থেকে যোজন যোজন দূরে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন কেন তোমাকে নির্দয়, পাষণ্ড করে সৃষ্টি করেননি? তাহলে অন্তত, আমার দূর পৃথিবীর কাচের দেয়ালের এপাশে বসে নিষ্প্রাণ আত্মাটা তোমার জন্য ডুকরে কেঁদে মরত না!

আমার সব আছে, শুধু তোমার স্নেহটুকু নেই। আমার এই অতি উন্নত প্রযুক্তির দেশে, এখন আর কেউ প্রতিদিন আমাকে খাইয়ে দেয় না। অথচ তোমার হাতে না খেলে আমার পেট ভরত না। কত বছর তোমার হাতের রান্না খাই না! আমার প্রিয় খাবারগুলো এখন আর কেউ যত্ন করে তুলে রাখে না। অসুখ হলে এখন আর কেউ মাথার কাছে রাত জেগে বসে থাকে না। তোমাকে ঘিরে ভালোবাসারা সব হারিয়েছে স্মৃতির মণিকোঠায়। আমার নির্ঘুম রাত্রিগুলো কাটে অসহ্য যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হতে হতে! কষ্টে ভেজা বালিশটা নীরবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে!

মা কী, মাতৃত্ব কী আমি বুঝেছিলাম সেদিন, যেদিন আমি প্রথম উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম আমার অভ্যন্তরে ছোট্ট এক সত্তার উপস্থিতি। আমার সেই নয় মাসের যাত্রাপথে আমি একটু একটু করে তোমাকে আবিষ্কার করেছি। কত কষ্ট আর ত্যাগের মধ্য দিয়ে একজন মা সন্তানকে বড় করেন, তার সবটুকুই বুঝতে শিখেছি যেদিন প্রথম নিজেও মা হয়েছি। এখন আমি ঠিক তোমার মতো করে আমার সন্তানদের

আমাদের প্রকাশিত বইসমূহ

১	আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইজ	ড. তালাআত আফিফি
২	সিরাতু মোগলতাই	আলাউদ্দিন মোগলতাই রাহ.
৩	ইকবাল : সত্যসন্ধানের কবি	মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ
৪	লোকটি ছিল মিথ্যুক	ইশতিয়াক আহমেদ
৫	২৪ ঘণ্টার আমল	হাকিম মুহাম্মাদ আখতার রাহ.
৬	বিহাইন্ড অব সুইসাইড	আদিব সালেহ
৭	বেস্ট ফ্রেন্ড	মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম
৮	জীবনের ভাঁজে ভাঁজে	এনামুল হক ইবনে ইউসুফ
৯	জান্নাতে যাওয়ার সহজ পথ	মুফতি রফি উসমানি রাহ.
১০	নারীর জান্নাত জাহান্নাম	আব্দুর রহমান আল আনসারী
১১	সুন্দর সম্পর্ক	আমান বিন সাইফ
১২	রাগকে হজম করুন	ড. আবদুর রহমান আরেফি
১৩	গল্পটা যদি এমন হতো	মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম
১৪	ঈমানের আলো ও নিফাকের আঁধার	ড. সাইদ বিন আলি আল-কাহতানি
১৫	চিন্তার পরিবর্তন	মুস্তাফিজ ইবনে আনির
১৬	মুঠো মুঠো রোদ্দুর	এনামুল হক ইবনে ইউসুফ
১৭	ফিলিস্তিন সংকট	ড. ইসরার আহমদ রহ.
১৮	আপন আশ্রয়	আব্দুল্লাহ আল মামুন
১৯	লজ্জা : চরিত্রগুণের মুকুট	ফাতহি আবদুস সাত্তার
২০	অটুট রাখুন আত্মীয়তার বন্ধন	কাযি আবদুল হাই কাসেমি